মেঘনাদবধ কাব্য

রচয়িতা: মধুসূদন দত্ত

উপস্থাপক

এ. টি. এম. সাহাদাতুল্লা

কবি পরিচয়

- জন্ম: ১৮২৪, সাগরদাঁড়ি, যশোর।
- পরবর্তীতে কলকাতায় স্থায়ী বসবাস। পড়শুনা কলকাতা ও ইংল্যান্ড।
- খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ ও ইংরেজি সাহিত্যচর্চা।
- বাংলা কাব্যে ইউরোপীয় মহাকাব্যিক স্টাইল প্রবর্তন।
- মৃত্যু: ১৮৭৩, কলকাতা

কাব্য পরিচয়

"মেঘনাদবধ " কাব্য মোট ৯ টি সর্গে বিন্যস্ত। সর্গ গুলির নাম যথাক্রমে-

- প্রথম – অভিষেক
- দ্বিতীয়- অস্ত্রলাভ
- তৃতীয়- সমাগম
- চতুর্থ- অশোক বন
- পঞ্চম – উদ্যোগ
- ষষ্ঠ -বধ
- সপ্তম - শক্তিনির্ভেদ
- অষ্টম - প্রেতপুরী
- নবম-সংস্ক্রিয়া

কাব্য বৈশিষ্ট্য

- সাহিত্যিক মহাকাব্যধর্মী রচনা
- চরিত্রবিন্যাসে নতুনত্ব দেখিয়েছেন কবি। (রাবণ-মেঘনাদকে নায়ক করে তোলা)
- মিলিত কাব্যরীতি – ইউরোপীয় ট্র্যাজেডি ও ভারতীয় পুরাণ।
- আধুনিক জীবন বোধের ছায়া আছে।

কাহিনির সংক্ষিপ্তসার

- রাবণের পুত্র মেঘনাদের বীরত্ব ও মৃত্যু।
- রামের পক্ষের হামলা।
- লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদের মৃত্যু।
- যুদ্ধ, ধর্ম, এবং নৈতিক দ্বন্দ্ব।
- পুত্রহারা রাবনের হাহাকার।

প্রধান চরিত্রসমূহ

- মেঘনাদ – বীর ও ট্র্যাজিক নায়ক
- রাবণ – ট্র্যাজিক নায়ক, করুণ পিতা
- রাম-লক্ষ্মণ – প্রতিপক্ষ, ন্যায়ের প্রতীক
- সরমা – প্রতিবাদী নারী
- প্রমীলা – বীর নারী
- বিভীষণ – ন্যায়ের সেবক

কাব্যের বিশেষ দিক

- রাবণ ও মেঘনাদকে "নায়ক" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।
- বিদ্রোহী চিন্তাধারায় কাব্যকাহিনি সাজানো হয়েছে।
- উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রকাশ আছে।

ধন্যবাদ